দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

## শিক্ষাঙ্গনে

### ছাত্র মনে নকল প্রবণতা কখন থেকে শুরু হয়

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন। জ্ঞান অর্জনের তুলনামূলক শ্রেণীভিত্তিক মাপকাঠি নির্ণয়ের জন্যই এক সময় চালু হয়েছিল পরীক্ষা পদ্ধতির। বর্তমানে পরীক্ষা মহড়ায় মনে হয় পরীক্ষা আদি রূপ হারিয়ে নব্য অথচ ভয়ঙ্কররূপে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের সামনে। জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে সার্টিফিকেট অর্জনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। এর কারণ সমাজে জ্ঞানের চেয়ে সার্টিফিকেটের মূল্যই বেশী ধার্য হয়েছে। তাই তো সার্টিফিকেট আয়ত্ত করার মহড়াই চলছে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে। মনে প্রশ্ন জাগে ছাত্রদের মনে পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা কখন থেকে শুরু হয়? এই প্রবণতা কি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই শুরু হয়? প্রথানুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে একাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসা পরীক্ষার্থীরা উপযুক্ততা যাচাই-পরীক্ষায় (টেস্ট পরীক্ষা) অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি শ্রেণীতেই ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে বিবেচিত হওয়ার জন্য উপযুক্ততা যাচাই পরীক্ষায় (টেস্ট পরীক্ষা) উত্তীর্ণ হতে হয়। অর্জিত শিক্ষা ও মানদণ্ডে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ততা যাচাই পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত বিবেচিত হয় তারাই কেবল স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। আর যারা ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জ্ঞানের মানদণ্ডে যাচাইয়ের অকৃতকার্য হয় তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়।

বলতে দ্বিধা নেই যে, এই নকলের প্রবণতা শুরু হয় নিম্ন স্তর থেকেই। প্রবাদ আছে কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হয়। এর সূত্র হলো ডাকাত হয়ে কেউ জন্মায় না—আস্তে আস্তে এ বিদ্যা রপ্ত করে। ঠিক তেমনি একজন ছাত্র মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে এসে হঠাৎ করে নকলে খড়ি নেয়। এছাড়াও দেখা যায় অনেক অকৃতকার্য শিক্ষার্থী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েও এ সুযোগ গ্রহণে উৎসাহী হয়ে উঠে। ফলে জীবন গড়ার সূচনালগ্ন থেকেই ভীত নড়বড়ে হয় উঠে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নকল প্রবণতার মূল অনেক, গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে এবং বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ে এসে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করেছে। বিষবৃক্ষ থেকে বিষ ফলেরই সৃষ্টি হয়। এর জন্য ছাত্ররা যত না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ। তা না হলে একজন অযোগ্য ছাত্র কি করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হয়।

মোঃ গোলাম মোস্তফা।